SÅv i‡Zi ewZIqvjv

Avwg b j ‡gv nv q ‡g b

আমাদের দেশের ধার্মিক লোকদের বিভিন্ন গ্রুপের মধ্যে প্রচুর মতবিরোধ থাকলেও একটি বিষয়ে তাদের অধিকাংশের মধ্যে যথেষ্ট মিল রয়েছে। তা হচ্ছে ইসলামী বুদ্ধিবৃত্তির প্রতি অনাগ্রহ। একজন পীর ভক্তের কাছে পীরই ধ্যান, পীরই জ্ঞান। পীরই পারেন তাকে বেশী ঘুষের পোস্টে পোস্টিং দিতে। পীরই পারেন তাকে বড় বড় লাভজনক কন্ট্রাক্ট পাইয়ে দিতে। ইসলামী জ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তির কোন মূল্য তাদের কাছে নেই। ওদিকে পীর সাহেবেরা এখন পীরানী ব্যবসার বহুমুখীকরন করে রাজনীতিতে নেমেছেন। যেহেতু অজ্ঞানতাই হচ্ছে তাদের ব্যবসার আসল মূলধন, তাই স্বাভাবিকভাবে জ্ঞানের ব্যাপারটি যত কম আসে ততোই তাদের জন্য মঙ্গল। ইসলামের জ্ঞান বলতে তাদের মরহুম আত্মীয় স্বজনের অবাস্তব বুজরুকির কাল্পনিক কাহিনীর বাইরে কিছু নেই। বর্তমানে শিক্ষিত মানুষদের মধ্যও চিল্লা সংস্কৃতি বেড়ে চলেছে । তাদের কাছে ইসলামী জ্ঞান বলতে বুঝায় মুরুব্বীদের বয়ান আর কোন দোয়া পড়লে কত সওয়াব তার নামতা। ইসলামী জ্ঞানের প্রতি তাদের অনীহা এতো চরম যে, তাদের অনেকেই বিশ্বাস করেন যে কোরান-হাদীস পড়লে মানুষ গোমরাহ হয়ে যায়। আমাদের দেশে যারা বড় বড় আলেম হিসাবে পরিচিত তাদের জ্ঞান চর্চার চিত্র খুবই করুণ। কৈশর ও যৌবনে কিতাব মুখস্ত করে ডিগ্রী নেয়ার পর ও লাইনে তারা যে আর পা বাড়াননা তা তাদের প্রকাশিত গ্রন্থের শুন্য তালিকা দেখেই বোঝা যায়। ধার্মিক লোকদের যে অংশটি ধর্মকে 'আন্দোলন', 'পরিপূর্ণ জীবন বিধান' হিসাবে দেখতে অভ্যস্থ, তাদের মধ্যে ইসলামী জ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তির চর্চা বেশ কিছুটা থাকলেও তা সংগঠনের সীমায় সীমাবদ্ধ। সাধারন মানুষের ক্ষেত্রে অবস্থা তো আরও মারাত্মক। তাদের রুচি ও আগ্রহের পরিচয় মেলে শেরাটনের পাশের ভি আই পি রোড, কিংবা সোনারগার সামনের ফেরীয়ালাদের হাতে যে ধরনের বই থাকে তা থেকে। বিল ক্লিনটনের মাই লাইফ কিংবা হিলারীর লিভিং হিস্ট্রি হচ্ছে তাদের প্রথম ও শেষ পাঠ্য। বাংলাদেশের কারো লেখা যদি পড়তেই হয় তাহলে তারা পড়েন তসলিমা নাসরিন কিংবা হুমায়ুন আজাদের আতেল পর্ণোগ্রাফী। ধর্ম নিয়ে লেখা-পড়া যা ইন্দ্রিয় সুখও দেয় না আবার সামাজিক মর্যাদাও বাড়ায় না, তার প্রতি তাদের আগ্রহ না থাকাই স্বাভাবিক।

এই মারাত্মক বুদ্ধিবৃত্তিক দৈন্যতা মুসলমানদের মধ্যকার হীনমন্যতা ও বিভেদের অন্যতম প্রধান কারন হিসাবে কাজ করছে। সামরিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আক্রমনের পাশাপাশি প্রতিনিয়ত মুসলমানেরা বুদ্ধিবৃত্তিক আক্রমনের শিকার হচ্ছে। প্রতিনিয়ত ও প্রত্যেক দিক থেকে আমাদের বিশ্বাস, মূল্যবোধ, ঐতিহ্যকে আক্রমন করা হচ্ছে ও সেগুলো নিয়ে প্রশ্ন তোলা হচ্ছে। আমরা তার কোন জবাব দিতে না পেরে হীনমন্যতায় ভুগছি। আমাদের মধ্যে যারা বুদ্ধিমান তারা এমন ভাব দেখাচ্ছে যে তারা ঠিক অতো মুসলমান নয়। মুসলমান পিতা-মাতার ঘরে জন্ম হয়েছে বলে তাদের নামগুলো মুসলমানদের মতো রাখা হয়েছে। সম্ভবতঃ এই কারনেই ধীরে ধীরে আমদের সমাজ থেকে মুসলিম নাম উঠে যাচ্ছে। যারা নিজেদের মুসলমান পরিচয় ঝেড়ে ফেলতে পারছে না, তারা রাস্তায় নেমে ক্ষোভ প্রকাশ করছে। বুদ্ধিবৃত্তিক চ্যালেঞ্জ মিছিলে-মিটিংয়ে গলা ফাটিয়ে, অবাস্তব বীরত্বপূর্ণ কথা-বার্তা দিয়ে মোকাবেলা করতে চাচ্ছে। তার ফল যে খুব ভালো হচ্ছে তা নয়। তাদের ঐসব কথাবার্তার উপর ভিত্তি করে আন্তর্জাতিক আগ্রাসীরা তাদেরকে উগ্রবাদী, জঙ্গী, সন্ত্রাসী ইত্যাদি নামে আখ্যায়িত করে বাংলাদেশকে সন্ত্রসী ও অকার্যকর রাষ্ট্র প্রমান করার পথ খুজছে।

বুদ্ধিবৃত্তিক দৈন্যতার কারনে যে হীনমন্যতা সৃষ্টি হচ্ছে তার কারনেই মূলতঃ মুসলমানদের মধ্যে অনৈক্য ও বিভেদ দিনকে দিন চরম আকার ধারন করছে। সে বিভেদের সুযোগ নিয়ে আমাদেরকে খুব সহজেই দাসত্বের শিকলে বেধে ফেলা যাচ্ছে। ঐক্যের জন্য সর্বপ্রথম দরকার একটি সাধারন পরিচয় যা নিয়ে সকলে গর্ব করতে পারে। মুসলিম জাতি সমূহের মধ্যে সেই সাধারন পরিচয়টি হচ্ছে তাদের ধর্মীয় পরিচয়। কিন্তু হীনমন্যতার কারনে সেই পরিচয়টি থেকে আমরা পালিয়ে বেড়াচ্ছি।

এ অবস্থায় যে কয়েকজন হাতে গোনা মানুষ বাংলাদেশে ইসলামী জ্ঞান চর্চার প্রদীপটি শত ঝড়-ঝাপটার মধ্যে ও জ্বালিয়ে রেখেছেন, শাহ আব্দুল হান্নান তাঁদের প্ররোভাগে রয়েছেন। তাঁর সাথে আমার প্রথম পরিচয় একটি মজার ঘটনার মধ্য দিয়ে। তারই সূত্র ধরে তাঁর এমন একটি কাজের সাথে জড়িয়ে গেলাম যাকে যথেষ্টভাবে বিকশিত করা গেলে মুসলমানদেরকে যে বুদ্ধিবৃত্তিক দৈন্য রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দাসত্বের শিকলে বেধে ফেলেছে তা অনেকটাই কাটিয়ে উঠতে পারা যাবে। তিনি মুসলমানদের বিভিন্ন সমস্যা ও তাদের সমাধান, বিভিন্ন দেশের মুসলমানদের খবরাখবর ইত্যাদি ইন্টারনেট থেকে সংগ্রহ করে, তার সাথে তাঁর নিজস্ব বক্তব্য দিয়ে কয়েকশত বাছাইকরা লোকের কাছে নিয়মিত ই-মেইল করে পাঠাতেন। মাঝে মাঝে তাঁর মৌলিক লেখাও তিনি তিনি ই-মেইলের মাধ্যমে তাদের কাছে পৌঁছে দিতেন। অবিশ্বাস্য হলেও সত্য যে, যে ইয়াহু ই-মেইল একাউন্ট ব্যবহার করে তিনি কাজটি করতেন, তা বার বার ইয়াহু কতৃপক্ষ বন্ধ করে দিতো। সারা পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষ ইয়াহু ই-মেইল একাউন্ট কতভাবে ব্যবহার করছে, তাদের মধ্যে কেউ কেউ আবার এই একাউন্ট ব্যবহার করে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধী দলীয় নেত্রীকে জীবননাশের হুমকীও দিয়েছে। তাদের একাউন্ট ঠিকই রয়েছে অথচ, একজন সম্মানিত নাগরিক যিনি সরকারের সর্ব্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তিনি গবেষণাধর্মী কিছু রচনা সমমনা মানুষদের মাঝে ছড়িয়ে দিচ্ছেন, তাকে ইয়াহু কর্তৃপক্ষ ভালোভাবে নিতে পারছে না। তাহলে কি একজন নির্বিবাদী মানুষের জ্ঞান প্রচার ইয়াহুর কাছে এতো ভয়ের? বিষয়টি আমার কাছে এখনও রহস্যময়। পরে তার জন্য বিশেষ ই-মেইল একাউন্ট তৈরী করা হয়। তার জন্য নিজস্ব একটি ই-মেইল গ্রুপও তৈরী করে দেয়া হয়।

একজন প্রবীন অবসরপ্রাপ্ত সরকারী উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা এভাবে জ্ঞান বিস্তারের জন্য ইন্টারনেটকে বেছে নিয়েছেন- বিষয়টি আমার কাছে বিস্ময়কর লাগতো। তিনি একজন সাবেক সচিব। আমার একজন সহকর্মী বলেছিলেন যে, আমাদের দেশে সরকারী চাকরীতে ঢোকা আর বেহেশতে প্রবেশ করা একই রকম। বেহেশত যেমন চিরস্থায়ী, সরকারী চাকরীও তেমনি। তবে এক্ষেত্রে একটি পার্থক্য রয়েছে, তা হচ্ছে, বেহেশতে কোন প্রমোশনের ব্যবস্থা নেই, কিন্তু সরকারী চাকরীতে তাও রয়েছে। ফলে সরকারী উচ্চ কর্মকর্তাদের কোন কিছু নতুন করে জানা-শেখার কোন আগ্রহ থাকে না। বাংলাদেশের একজন রাষ্ট্রদূত আমাকে গর্ব করে বলেছিলেন যে, তিনি ক্যাসেট প্লেয়ার ছাড়া আর কোন যন্ত্র চালাতে পারেন না। প্রযুক্তির ব্যাপারে অজ্ঞতা যেখানে অহংকারের সেখানে তিনি এই বয়সে আধুনিকতম প্রযুক্তি নিজে ব্যবহার করছেন তাও আবার ইসলামী জ্ঞান বিস্তারের জন্য - এটি নিতান্ত সাধারন বিষয় বলে আমার মনে হয়নি। তদুপরি ধার্মিক লোকেদের একাংশ প্রযুক্তিকে হারামের কাছাকাছিই মনে করেন। এখনও অনেক 'ইসলামী চিন্তাবিদ' দেয়াল নোংরা করে ফতোয়া দিয়ে বেড়াচ্ছেন যে, টিভিতে ইসলামের কথা বলা হারাম। ভাগ্য ভালো যে, তারা ইন্টারনেটের কথা এখনও শোনেননি।

শাহ আব্দুল হান্নানের এই প্রচেষ্টাটি তাঁর অন্যান্য অর্জনের তুলনায় নিতান্ত ক্ষুদ্র সন্দেহ নেই। তিনি ইসলামী অর্থনীতির বিষয়টিকে তত্ত্ব থেকে বাস্তবে রূপ দেয়ার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। ব্যক্তিগতভাবে ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের উপরে গবেষণার পাশাপাশি তিনি এমন কয়েকটি থিংক ট্যাংক তৈরী করেছেন যাদের মাধ্যমে এ জাতীয় গবেষণা নিরবিচ্ছিন্নভাবে চলতে পারে। বেশ কয়েকটি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় তৈরীতে তিনি অবদান রেখেছেন। মূল্য সূচক কর (VAT), যা বাংলাদেশকে নিজের পায়ে দাড়ানোর পথে সবথেকে বড় মাইলফলকগুলোর একটি, তা প্রবর্তনে তিনি মূল ভূমিকা পালন করেন।

তবে ইন্টারনেটের মাধ্যমে ইসলামী জ্ঞান বিস্তার ও মুসলিম জাতিগুলোকে কাছাকাছি নিয়ে আসার প্রচেষ্টাটি আপাত দৃষ্টিতে ক্ষুদ্র আকারের মনে হলেও মুসলিম বিশ্বের ভবিষ্যত দিনগুলির জন্য তা বিশাল ভূমিকা রাখতে পারে। মুসলিম বিশ্বের সকল দেশ-জাতি এখন একই ধরনের বুদ্ধিবৃত্তিক আক্রমন মোকাবেলা করছে। এ ধরনের আক্রমন মানব সভ্যতার ইতিহাসে খুবই সাধারণ। সবসময় সভ্যতাগুলো একে অপরকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে পদানত করে রাখার জন্য প্রথমে বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক আক্রমন চালায়। এই দুই আক্রমন মোকাবেলা করতে ব্যর্থ হলে আক্রান্তদের মধ্যে হীনমন্যতা সৃষ্টি হয়; তার থেকে জন্ম নেয় বিভেদের। বিভক্ত জাতিকে পদানত করার থেকে সহজ আর কিছু বোধ হয় পৃথিবীতে নেই। শাহ আব্দুল হান্নানের এই উদ্যোগটিকে পর্যাপ্ত পরিমানে বিকশিত করা গেলে তা একদিকে যেমন মুসলিম বিশ্বের জাতি সমূহের পরস্পরের মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তিক যোগাযোগ বাড়ানোর মাধ্যমে বুদ্ধিবৃত্তিক দৈন্যতা দূর করে তাদের মধ্যে জাতীয় আত্মবিশ্বাস গড়ে তুলবে, তেমনি কার্যকর ঐক্য গড়ে তুলতেও সহায়তা করবে। শিয়া-সুন্নীর মধ্যে যে বিভেদ প্রায়ই সাম্প্রদায়িক হত্যাকান্ডের মত জঘন্য ঘটনার জন্ম দেয় - এ ধরনের মতবিনিময় ও যোগাযোগের মাধ্যমে তা কমে যাবে।

এই উদ্যোগের ফল এখনই কিছুটা হলেও পাওয়া শুরু হয়েছে। দীর্ঘদিনের পরাধীনতার কারনে আমাদের মনের ভেতর থেকে দাসত্বের ভাব এখনও কাটেনি। এখনও পশ্চিমাদেরকে আমরা আমাদের প্রভূ মনে করি এবং তাদের চর্চা খুবই সম্মানের বলে মনে করি। পশ্চিমের কোন দেশের প্রেসিডেন্টের স্ত্রী একটা বই লিখলেন তো আমাদের পত্রিকাগুলো সব খবর বাদ দিয়ে প্রথম পৃষ্ঠায় তা প্রকাশ করা আরম্ভ করে দিল। কোন দেশের নিধিরাম সর্দার রাজাকে কোন মেয়ের সাথে পার্কে দেখা গেল তো আমাদের সম্পাদকদের ঘুম হারাম হয়ে গেল। অপরদিকে মুসলিম বিশ্ব সম্পর্কে কোন ইতিবাচক সংবাদ বা আলোচনা সেখানে দেখা যায় না। মুসলিম বিশ্বের সে সকল খবরই আমাদের মিডিয়াতে আসে যেগুলো বিবিসি ও সিএনএন এর মত সাম্রাজ্যবাদীদের তাবেদার মিডিয়া প্রচার করে। খবরগুলো আসে তাদেরই ভাষায়, তাদেরই বাছাই করা শব্দে। যেমন স্বাধীনতা সংগ্রামরত ইরাকীরা তাদের কাছে হয়ে যায় ইসলামী জঙ্গী, বড়জোর গেরিলা। চেচেন স্বাধীনতাকর্মীরা তাদের ভাষায় বিচ্ছিন্নতাকামী জঙ্গী। বর্তমানে বিভিন্ন পত্রিকায় মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশের প্রকৃত খবর যে কিছুটা হলেও প্রকাশিত হতে শুরু করেছে, তার পিছনে শাহ আব্দুল হান্নানের এই প্রচেষ্টাটির যথেষ্ট অবদান রয়েছে।

তবে আমার মতে এই প্রচেষ্টাটিকে আরও বড় রূপ দেয়া প্রয়োজন। তার ই-মেইল গ্রুপে এখনও বিশ্বের অধিকাংশ ইসলামী চিন্তাবিদ ও ইসলাম অনুরাগীকে যুক্ত করা যায়নি। এটিকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মুসলিম চিন্তাবিদগনের একটি ফোরামে পরিনত করতে হবে। তারা এ ফোরামের মাধ্যমে তাদের

গবেষনা ও মতামত বিনিময় করবেন। সে সব মতামাত ও গবেষণাকর্ম বিভিন্ন মুসলিম দেশের পত্র-পত্রিকা ও বই পুস্তকে প্রকাশিত হবে। তাছাড়া মুসলিম চিন্তাবিদগন যেন প্রতি বছর কোন একটি স্থানে সম্মিলিত হতে পারেন তারও ব্যবস্থা করতে হবে।

তহাজারো ব্যস্ততার মধ্যেও তরুন - তরুণীদের মধ্য থেকে ইসলাম গবেষক বের করে আনার জন্য শাহ আব্দুল হান্নান দীর্ঘদিন ধরে আরেকটি কাজ করে আসছেন। তিনি আধুনিক শিক্ষিত তরুন-তরুণীদের মধ্য থেকে একটি গ্রুপ তৈরী করে চলেছেন যারা ইসলামের প্রতি আগ্রহী ও ইসলাম নিয়ে লেখা-পড়ার যোগ্য। ছেলেদের গ্রুপের নাম দিয়েছেন পাইওনীয়র আর মেয়েদের গ্রুপের নাম দিয়েছেন উইটনেস। তিনি তাদেরকে নিয়মিত ক্লাস নেন। এরকম একটি ক্লাসে তিনি আমাকে দাওয়াত দিয়েছিলেন। ইসলামের ব্যাপারে অধিকাংশ আলোচনায় এখন আমি তেমন আগ্রহ পাই না। এর কারন এই নয় যে, ইসলামের ব্যাপারে আমার কোন আগ্রহ কমে গেছে, বরং সবকিছুই মনে হয় নিতান্ত পুরানো কথা। একই বিষয়ের মেধাহীন পুনরাবৃত্তি। টিভিতে ইসলামী অনুষ্ঠান মানে ঘুমালে ওজু ভাঙ্গে কিনা - এ জাতীয় মেয়েলি প্রশ্ন নিয়ে জ্ঞান-গম্ভীর আলোচনা। তাবলিগের কারো খপ্পরে পড়লে তো মনে হবে রাসুল (সঃ) ও তাঁর সাহাবী (রাঃ) গন সারাদিন ক্যালকুলেটর নিয়ে বসে থাকতেন সোয়াব গননার জন্য। এসব আলোচনায় সেসব প্রশ্ন আসে না যেগুলো আমাদের বিশ্বাস ও আত্মবিশ্বাসের মিনারটাকে কুরে কুরে খায়। আসলেও গোজামেলে উত্তর দিয়ে পাশ কাটিয়ে যাওয়া হয়। তাতে ইমান হয়তো বাচে, কিন্তু মন বোঝে না। শাহ আব্দুল হান্নান সে দিন ইসলাম ও দাসত্বপ্রথা নিয়ে আলোচনা করছিলেন। এটি এমন একটি বিষয় যা দিয়ে বার বার মুসলমানদের মাথা হেট করে দেয়া হয়। তাঁর সে দিনের আলোচনা শুনে মনে হয়েছিল তিনি গোজামিল দিয়ে নয় বরং যুক্তি-বুদ্ধি দিয়ে বিষয়টিকে পরীক্ষা করছেন এবং সে ব্যাপারে সততার সাথে ইসলামের অবস্থান ব্যাখ্যা করছেন।

তাঁর এই প্রচেষ্টার ফল দেখা যাওয়া শুরু হয়েছে। উইটনেস ও পাইওনীয়র গ্রুপ দুটি থেকে ইতোমধ্যে বেশ কয়েকজন গবেষক ও চিন্তাবিদ তৈরী হয়েছেন, যারা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ইসলামের বিরুদ্ধে বুদ্ধিবৃত্তিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় কাজ শুরু করেছেন। তবে, এই প্রচেষ্টাটিকে আরও বড় আকার দেয়া প্রয়োজন। উইটনেস-পাইওনীয়রের উদ্যোগকে অল্প সংখ্যক ছেলে-মেয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে তাকে সারা দেশের হাজার হাজার তরুন তরুনীর মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে। মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের বাছাই করে তাদের মধ্যে ইসলামের উপর দেশী-বিদেশী চিন্তাবিদদের রচিত বিভিন্ন বই পড়া ও নিজেরা লেখার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। পাশাপাশি তারা যেন আরবী ভাষায় মোটামুটি দক্ষতা অর্জন করতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। কোরান হচ্ছে ইসলামী জ্ঞানের মূল। কোরানকে তার নিজের ভাষায় না বুঝলে ইসলামকে বোঝা অসম্পূর্ণ থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। এভাবে কয়েক হাজার ইসলামী গবেষক ও লেখক তৈরী করা গেলে বাংলাদেশে ইসলামী বুদ্ধিবৃত্তিক বিপ্লব ঘটে যাবে। কোন আদর্শিক আন্দোলনের সাফল্য ও টিকে থাকার জন্য বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন অত্যন্ত জরুরী।

আমি মনে করি তাঁর কাছে বর্তমান ও আগামী প্রজন্মের মুসলমানদের আরেকটি চাওয়া রয়েছে। ইউরোপীয়ানরা ইউরো চালুর পর থেকে পশ্চিমের অর্থনৈতিক আগ্রাসন মোকাবেলার কৌশল হিসাবে কমন ইসলামী মূদ্রা চালুর কথা বলছেন অনেকেই। তবে মুসলিম বিশ্বের সরকার প্রধানেরা যে এ ধরনের কোন উদ্যোগ সহজে নিবেন না তা বলাই বাহুল্য। তারা বৃটিষ-আমেরিকান আগ্রাসনের থেকে তাদের দেশ ও নিজেদের ক্ষমতা টিকিয়ে রাখতে এমনিতেই ব্যতিব্যস্ত রয়েছেন। এই মুহূর্তে এমন কিছু

তারা করবেন না যাতে প্রভূরা সন্দিহান হয়ে তাদের জনগনকে মুক্ত করতে জলে, স্থলে ও অন্তরীক্ষে সৈন্য বাহিনী পাঠিয়ে দেয়। এ ক্ষেত্রে জনগন পর্যায়ে উদ্যোগ নিতে হবে এবং সে উদ্যোগকে এমন পর্যায়ে পৌছে দিতে হবে যেখান থেকে ফিরে আসা সহজ হবে না। আমাদের প্রত্যাশা শাহ আব্দুল হান্নান কমন ইসলামী মূদ্রার কারিগরি দিকগুলি নিয়ে গবেষণা করবেন এবং এমন কিছুর সূচনা করবেন যা পরবর্তীতে ইসলামী মূদ্রা প্রচলনের দিকে আমাদেরকে নিয়ে যেতে পারে।

যদিও তিনি বাংলাদেশের সকথেকে কীর্তিমান মানুষদের একজন, তবুও কখনও কখনও আমার মনে হয় যে, তাঁর ভিতরের মানুষটি তাঁর কীর্তিকে ছাড়িয়ে যায়। তাঁর পর্যায়ের আরও কয়েকজনের সাথে আমার বিভিন্ন কারনে পরিচয় হয়েছে। কিন্তু আর কাউকে দেখিনে আমাদের মত নিতান্ত সাধারন মানুষকে এভাবে আপন করে নিতে। হয়তো মানুষকে এতো ভালোবাসেন ও আপন ভাবেন বলেই ইসলামের মানব কল্যাণের দিকটি তাঁর কাছে অন্য সবদিক ছাপিয়ে বড় হয়ে দেখা দেয়।